ঈশ্বর-ভক্ত এক দম্পতির জীবন

(Life of a godly couple)

লূক লিখিত সুসমাচার ১ অধ্যায় ৫-১৩ পদ

আজ থেকে আমরা লূকের লেখা সুসমাচার থেকে যীশুর পার্থিব জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে শিখতে চলেছি। প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর-ভক্ত এক দম্পতির পরিচয় দিয়ে লূক তার সুসমাচার শুরু করেছে। এরা হল যাজক **সখরিয়** ও তার স্ত্রী **ইলীশাবেৎ**। বাইবেলে আমরা এদের ন্যায় যে সমস্ত মানব-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই, তারা প্রত্যেকে আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল। তাদের প্রত্যেকের চরিত্রেই আমরা একাধারে উত্তম ও মন্দ, বিশ্বাস ও ভয়ের উপস্থিতি দেখতে পাই। অর্থাৎ, তারা সকলেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিল; আর তাই আমরা যখন তাদের বিষয় অধ্যয়ন করি, তখন দেখতে পাই যে, তারা কতখানি আমাদের মতো ছিল এবং আমরা কতখানি তাদের মতো। যাকোব ৫:১৭ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী মনুষ্য ছিলেন।"***

গত সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে ইজ্রায়েলের প্রথম রাজা শৌলের বিষয় শিখেছি। এখন, শৌল বা সখরিয়-ইলিশাবেৎ ইত্যাদি চরিত্র সম্বন্ধে বাইবেলে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা যখন বিশ্বাসী আমরা পাঠ করি, তখন তা দু'ভাবে আমাদের সাহায্য করে। **প্রথমত,** তারা যে সমস্ত ভুল করেছিল, আমরা তাদের সেই সমস্ত ভুল এড়িয়ে চলতে পারি। এ বিষয়ে ১করিন্থীয় ১০:৬-১১ পদে পৌল সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে, ***"এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটেছিল, যেন তারা যেমন অভিলাষ করেছিল, আমরা তেমন মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না করি। . . . এই সকল তাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটেছিল, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লিখিত হল; আমাদের, যাদের উপরে যুগকলাপের অন্ত এসে পড়েছে।"*** আবার অন্যদিকে, **দ্বিতীয়ত,** তারা আমাদের কাছে সেই সমস্ত আদর্শ প্রদর্শন করে গেছে, যেগুলিকে আমরা অনুসরণ করতে পারি। এ কথাও আমরা পৌলের লেখা রোমীয় পত্রের ১৫:৪ পদে পাই: ***"কারণ পূর্বকালে যা যা লিখিত হয়েছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার জন্য লিখিত হয়েছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।***

৫ পদে বলা হয়েছে, ***"যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন যাজক ছিলেন; তার স্ত্রী হারোণ-বংশীয়া, তার নাম ইলিশাবেৎ।"*** সখরিয় ও ইলিশাবেৎ সেই সময় বসবাস করত, যখন যিহূদিয়ার রাজা ছিল হেরোদ। নতুন নিয়মে আমরা 'হেরোদ' নামে একাধিক রাজাকে দেখতে পাই, তাদের মধ্যে এই হেরোদ ছিল হেরোদ-১, যাকে *"মহান হেরোদ"* বলা হত। সাধারণত ধরা হয়ে থাকে যে, সে ইহূদীদের উপর ৩৭-৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেছিল। ৪০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমীয় সেনেটের দ্বারা এই হেরোদ যিহূদিয়ার রাজা নিযুক্ত হয় এবং তাকে একটি সৈন্যদল দেওয়া হয়। এই সৈন্যদলের সাহায্যে হেরোদ পলেষ্টিয়ার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের উপর তার অধিকার কায়েম করে। নতুন নিয়মে এই হেরোদের কথা কেবল এখানে (লূক ১:৫) এবং মথি ২:১-২২ পদে পাওয়া যায়। সে জাতিতে পূর্ণ ইহূদী না হওয়ায় (তার পিতা ছিল ইদোমীয় ও মাতা আরবীয়) ইহূদীরা তাকে ঘৃণা করত। এই সময়ের ইহূদী ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই হেরোদ একাধারে যোগ্য, শঠ ও নিষ্ঠুর ছিল। তার নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন বর্ণনা আছে– নিজের সিংহাসন শত্রু-মুক্ত করতে নিজের স্ত্রী (তার ৯ জন স্ত্রী ছিল), তিন পুত্র, শাশুড়ী, শ্যালক, কাকা ও অন্য অনেককে হত্য করেছিল। মথি লিখিত সুসমাচার থেকে আমরা জানতে পারি যে, তার উপস্থিতিতে ***'ইহূদীদের রাজা'*** নামে যাতে আর কেউ অভিহিত না হতে পারে, সেই উদ্দেশে বৈৎলেহেম ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী দুই-বৎসরের নিচে সমস্ত শিশুকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল।

এই হেরোদের রাজত্বকালে, সখরিয় ও ইলিশাবেৎ দম্পতি তাদের বিশ্বাস জীবন যাপন করছিল। সখরিয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ছিল অবিয়ের পালার (দলের, *course or division*) অন্তর্গত। রাজা দাউদের সময় যাজক সম্প্রদায়কে ২৪টি দলে বিভক্ত করা হয়েছিল (১বংশা ২৪:১-৬)। দাউদের পর শলোমন এই বিভাগকে পুনরায় অনুমোদিত করে (২বংশা ৮:১৪) এবং এদের মধ্যে অষ্টম বিভাগটি ছিল 'অবিয়ের' (১বংশা ২৪:১০)। ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে কেবল ৪টি দল ফিরে আসে (ইষ্রা ২:৩৬-৩৯); কিন্তু তাদেরকে আবার ২৪টি দলে বিভক্ত করা হয় ও পূর্বের একই নাম দত্ত হয়। বৎসরে দুইবার প্রত্যেক দল মন্দিরে তাদের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেত, এবং তাদের প্রত্যেক বারে তাদের সেই পরিচর্যা-কাল ছিল এক সপ্তাহ। মোশির বিধান অনুসারে, যাজক তার জাতির (১২ বংশের মধ্যে যে কোনও বংশের) এক জন কুমারীকে বিবাহ করতে পারত (লেবীয় ২১:১৪), কিন্তু সখরিয়ের ক্ষেত্রে তার স্ত্রীও ছিল হারোণ তথা যাজক বংশের। সখরিয় নামের অর্থ হল, ''ইয়াওয়ে স্মরণ করেছেন,'' এবং ইলিশাবেৎ নামের অর্থ, ''আমার ঈশ্বর হলেন শপথ/দিব্য,'' যার মানে তিনি ''চরম আস্থার পাত্র।'' তারা তাদের নামের অর্থ মেনে তাদের যে জীবন যাপন করেছে, পরবর্তী পদগুলিতে এই ঈশ্বর-ভক্ত দম্পতির সেই আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা আজ আমাদের বিশ্বাস-জীবন যাপনে নতুন অনুপ্রেরণা দিতে চলেছে।

১। ধার্মিকতার জীবন: ৬ পদে বলা হয়েছে, ***''তারা দুই জন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিল, প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলত।''*** সামগ্রিক বাইবেলের শিক্ষা থেকে আমরা জানি যে, খ্রীস্টের প্রায়শ্চিত্তকারী মৃত্যুর মাধ্যমে ঈশ্বরের যে সার্বভৌম অনুগ্রহ প্রকাশিত, তাকে বাদ দিয়ে কেউ কখনও প্রকৃত অর্থে ধার্মিকগণিত হতে পারে না (যাত্রা ১২:১৩; যিশা ৫৩:৪-৬; মার্ক ১০:৪৫; রোমীয় ৩:২১-২৪; ১পিতর ২:২৪, ইত্যাদি)। অর্থাৎ, 'ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক' কিংবা 'ঈশ্বরের সম্মুখে নির্দোষ' হবার একমাত্র উপায় হল, '*খ্রীস্টের প্রতি পাপীর অপরাধের আরোপ*' এবং '*পাপীর প্রতি খ্রীস্টের ধার্মিকতার আরোপ।*' এখন, যদিও একথা সত্য যে আমাদের সৎকাজ আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ দেয় না, তথাপি যে ব্যক্তি এই সত্য জানে যে, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে, সে সৎকাজ তথা ধার্মিক/নির্দোষ জীবন যাপনে সর্বদা চেষ্টা করে। ইফিষীয় ২:৮-৯ পদকে কখনও ২:১০ পদ থেকে পৃথক করে ব্যাখ্যা করলে চলবে না; একইভাবে, তীত ২:১১ পদকে ২:১৪ পদ থেকে পৃথক করে ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এখানে, সখরিয় ও ইলিশাবেৎকে যে ধার্মিক বলা হয়েছে, তা তারা তাদের সৎকাজ বা সৎজীবনের দ্বারা যে লাভ করেছিল, তা নয়; কারণ কেউই সেইভাবে তা লাভ করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর আগত মশীহে বিশ্বাসের দ্বারা তারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকগণিত হয়েছে, এবং তা তাদেরকে সৎজীবন যাপনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, তারা ***''প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলত।''*** যে প্রভুর আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে চলে, সে সেই সমস্ত আজ্ঞাকে কেবল আক্ষরিক অর্থে নয়, কিন্তু তাদের বাস্তব-প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ, এই দম্পতি ছিল নোহ (আদি ৬:৯), বা ইয়োব (ইয়োব ১:১) অথবা শিমিয়োনের (লূক ২:২৫) মতো। বিশ্বাসী আমরা কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নির্দোষ জীবন যাপন করতে চেষ্টা করছি?

২। সন্তানহীন জীবন: ৭ পদে, এমন ধার্মিক দম্পতির জীবনে একটি সমস্যার কথা বলা হয়েছে, ***''তাদের সন্তান ছিল না, কারণ ইলিশাবেৎ বন্ধ্যা ছিল, এবং দুই জনেরই অনেক বয়স হয়েছিল।''*** বিবাহিত মহিলাদের জীবনে সন্তানহীনতা ছিল খুবই কষ্টের। তাই যাকোবকে রাহেল এমন কথা বলেছে, ***''আমাকে সন্তান দাও, না-হলে আমি মরব''*** (আদি ৩০:১)। সন্তানহীন হান্নাকেও আমরা কষ্টভোগ করতে দেখি (১শমূয়েল ১:৬)। এখন, ২বিবরণ ৭:১৪ কিংবা গীত ১১৩:৯ পদানুসারে, ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বাধ্যতার জীবনে ঈশ্বরের বিভিন্ন আশীর্বাদের মধ্যে সন্তানলাভ হল একটি আশীর্বাদ। কিন্তু এই সমস্ত পদের ভুল ব্যাখ্যা করে, সেই সময় ইহূদী সমাজে যে ভুল চিন্তা কাজ করছিল, তা হল, বন্ধ্যত্ব বা সন্তানহীনতা হল ঈশ্বরের অসন্তোষের অভ্রান্ত প্রকাশ। ফলস্বরূপ, বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে অন্যদের থেকে দূরে রাখা হত, নিচু চোখে দেখা হত, ঘৃণা করা হত। তবুও তারা তাদের সেই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কষ্টের জীবনে রাহেলের ন্যায় সন্তান লাভের ইচ্ছা করত। কিন্তু সখরিয় ও ইলিশাবেৎ-এর জীবনে এই আশার আলোটিও নিভে গেছিল; কারণ তাদের অনেক বয়স হয়েছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, তারা যদিও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নির্দোষ জীবন যাপন করে চলেছে; কিন্তু সন্তানহীন হবার কারণে মানুষের দৃষ্টিতে তারা অবজ্ঞার পাত্র। বিশ্বাসী আমরাও আমাদের জীবনে যখন এমন অভিজ্ঞতার অধিকারী হই, তখন কি আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাই, না-কি, তাঁর মঙ্গলময়তা বা সদয় তত্ত্বাবধানকে স্বীকার করি?

৩। প্রার্থনাশীল জীবন: বৎসরে দুইবার সখরিয়কে ৭ দিনের জন্য, তার পালার পরিচর্যার সময় যখন উপস্থিত হত, তখন জেরুশালেম মন্দিরে যেতে হত। জেরুশালেম মন্দিরে সপ্তাহব্যপী পরিচর্যার সময়, গুলিবাঁটের মাধ্যমে যাজকদের মধ্যে কাজের বিভাগ করা হত। এই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সব থেকে ভাবগম্ভীর অংশ ছিল ধূপ জ্বালানো। কারণ এই সময় যাজক যে পর্দা পবিত্র স্থানকে মহাপবিত্র স্থান থেকে পৃথক করত, তার সব থেকে কাছে যেত। এখন, সেই ধূপ জ্বালানোর স্বর্ণ-বেদি যদিও মহাপবিত্র স্থানে রাখার কথা (ইব্রীয় ৯:৪), কিন্তু বাস্তব-সঙ্গত কারণে তাকে পবিত্র স্থানে রাখা হত (যাত্রা ৩০:৬, ১০)। মহা-প্রায়শ্চিত্তের দিনে, বৎসরে কেবল একবার, এই বেদি থেকে ধূপ নিয়ে মহাপবিত্র স্থানে রাখা হত (লেবীয় ১৬:১৫-১৯)। আর তাই, এই ধূপ জ্বালানোর জন্য মনোনীত হওয়া ছিল খুবই সম্মানের বিষয়; এক জন যাজক তার সমগ্র জীবনে কেবল একবার এই সম্মান পাবার সুযোগ পেত।

সখরিয় সেদিন এই সম্মানে সম্মানিত হয়েছিল (৯ পদ)। সখরিয় সেই স্বর্ণবেদির দিকে এগিয়ে গেছে, সেই ভাবগম্ভীর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। চারিদিকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। সেই বেদির উপর যে জ্বলন্ত অঙ্গার আছে, তার উপর সখরিয় ধূপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ধূয়োর মেঘ উপরে উঠতে শুরু করল এবং তার সুগন্ধ চারিদেকে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় সখরিয় ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনাও উৎসর্গ করল: ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সমস্ত আশীর্বাদ ইজ্রায়েল পেয়েছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এবং ইজ্রায়েলের উপর শান্তির জন্য বিনতি। এই সময় বাইরে যাজকদের কক্ষে হাজার খানেক যাজক এবং কয়েক হাজার আরাধনাকারী মন্দিরের মধ্যে ইজ্রায়েলের কক্ষে ও মহিলাদের কক্ষে প্রার্থনা সহকারে অপেক্ষা করছে (১০ পদ)। তারা সখরিয়ের জন্য অপেক্ষা করছে, কারণ সে পবিত্র স্থান থেকে বের হয়ে এসে লোকদের উদ্দেশে হরোণের আশিসবচন উচ্চারণ করবে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়েছে, কারণ ভিতরে কিছু ঘটেছে।

১১ ও ১২ পদে বলা হয়েছে, ধূপবেদির দক্ষিণ পাশে হঠাৎ প্রভুর এক দূত সখরিয়কে দর্শন দেয়। আকস্মিক এই ঘটনায় সখরিয় স্বাভাবিক কারণে ভয় পেল। কিন্তু দূত তাকে বলল, ***"ভয় কোরো না, কারণ তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে, ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে"*** (১৩ পদ)। দূতের এই কথা সত্যই রোমাঞ্চকর, কারণ সন্তান ধারণ করার জন্য যে স্বাভাবিক বয়সের প্রয়োজন, তা সখরিয় ও ইলিশাবেৎ উভয়েরই পার হয়ে গেছে। এখন, ***"তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়েছে,"*** দূতের এই কথা থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, এই দম্পতি তাদের বিবাহের পর থেকে ক্রমশ ধারাবাহিকভাবে সন্তান লাভের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে, তাদের সেই প্রার্থনা হয়ত ক্ষীণ হয়েছে। শেষে বয়সের ভারে তারা হয়ত ভেবেছিল যে, সন্তানহীন থাকাটাই হয়ত তাদের জন্য প্রভুর ইচ্ছা। আর তাই হয়ত এই বয়সে তারা সেই প্রার্থনার কথা ভুলেই গেছিল। (দানিয়েল ১০:১২-১৩ পদে, ৩ সপ্তাহ পরে প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়েছে)।

কিন্তু প্রার্থনার উত্তর না পেয়েও তারা তাদের ঈশ্বর সেবা ও আরাধনার জীবনে কোনও প্রকার ঢিলেমি বা ক্ষোভকে প্রশ্রয় দেয়নি। আজকের দিনে আমরা এমন অনেক লোকের কথা শুনতে পাই, যারা তাদের প্রার্থনার উত্তর না পেয়ে, ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হয়ে মণ্ডলীতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা মুখে বলি, কিন্তু মনে মনে নিজের প্রতিই বিশ্বাস করি। নিজের ইচ্ছা অপূর্ণ হলে, ঈশ্বর-বিশ্বাস উবে যায়। সত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁর ইচ্ছাকেই প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে থাকে। এমনকী,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কঠিন বা প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেও যে তিনি সার্বভৌম, তাঁর নিয়ন্ত্রণ বর্তমান, তা বিশ্বাস করে।

সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়, সখরিয় তার প্রার্থনা ভুলে গেলেও, ঈশ্বর কিন্তু তা ভুলে যাননি। সখরিয় ও ইলিশাবেৎ-এর সময় মেনে নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আপন সময়সূচি অনুসারে তাদের সেই প্রার্থনার উত্তর দিতে তাঁর দূতকে প্রেরণ করেছেন। আমরাও অনেক সময় কোনও বিষয়ে প্রার্থনা শুরু করি, কিছুকাল সে বিষয়ে প্রার্থনাও করি, কিন্তু কিছুকাল সেই প্রার্থনা করার পর উত্তর না-পেয়ে, আমরা হাল ছেড়ে দিই, ভাবি তার উত্তর 'না'। কিন্তু 'উত্তর লাভে বিলম্ব' সব সময় 'না-উত্তর' না-ও হতে পারে। ঈশ্বর তাঁর সময়সূচি অনুসারে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। তাই, তিনি যখন সেই সমস্ত প্রার্থনার উত্তর দেন, যেগুলিকে হয়ত আমরা ভুলে গেছি, আমরা যেন তা কাকতালীয় বিষয় হিসাবে নয়, কিন্তু আমাদের প্রার্থনার উত্তর হিসাবে স্বীকার করি। এ বিষয়ে, আমরা যেন পৌলের কথা স্মরণে রাখি, ***"যে শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্‌না ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কাজ করতে পারেন . . ."*** (ইফিষীয় ৩:২০)। ঈশ্বর যখন গাব্রিয়েলের মাধ্যমে সখরিয়কে এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি প্রায় ৪০০ বৎসরের নিরবতা ভঙ্গ করছিলেন। শেষ তিনি মালাখি ভাববাদির মাধ্যমে এই কথা বলেছিলেন, ***"দেখ, সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে আমি তোমাদের কাছে এলিয় ভাববাদিকে প্রেরণ করব। সে সন্তানদের প্রতি পিতাদের হৃদয়, ও পিতাদের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাবে; পাছে আমি এসে পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি"*** (মালাখি ৪:৫:৬)। ঈশ্বরের এই ভাববাণীর উত্তর দিতে ৪০০ বৎসর লেগেছিল। আমাদের চিন্তার সঙ্গে এখানেই ঈশ্বরের চিন্তার পার্থক্য, যেমন যিশাইয় লিখেছে, ***"সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল থেকে আকাশমণ্ডল যত উচু, তোমাদের পথ থেকে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প থেকে আমার সঙ্কল্প তত উচু"*** (যিশাইয় ৫৫:৮-৯)। আমরা জানি, প্রতিজ্ঞাত সন্তান পেতে অব্রাহামকে ২৫ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল; সমৃদ্ধি লাভ করতে যাকোবকে পলাতক হতে হয়েছিল; শাসনকর্তা হবার আগে যোষেফকে জেলে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু আমরা অনেক সময় আমাদের সময়সূচি মেনে যখন উত্তর লাভে ব্যর্থ হই, তখন ঈশ্বরকে দোষারোপ করে থাকি। সখরিয় ও ইলিশাবেৎ কিন্তু তা করেনি, তারা একইভাবে তাঁর সেবা ও আরাধনা করেছে। তথাপি, সখরিয় যখন তাদের প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিল, সে কিন্তু তার সঠিক উপলব্ধি করতে বা সেই কথা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়ে, এমন কথা বলেছিল, ***"আমি কীভাবে এবিষয়ে নিশ্চিত হব? কারণ আমি বৃদ্ধ ও আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে"*** (১৮ পদ)। সখরিয়ের এই কথার মধ্যে অবিশ্বাস পরিষ্কার। আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনা করি, ঠিক কথা, কিন্তু তিনি যখন তাঁর অলৌকীক কাজ আমাদের জীবনে সাধন করতে চান, তখন আমরা তা বিশ্বাস করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, আমরা যেন কখনও তাঁর ক্ষমতাকে ছোট না করি। তিনি অসাধ্য সাধনকারী ঈশ্বর। আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও পরিকল্পনা দিয়ে তাঁর গাতিবিধিকে আমরা যেন গণ্ডির মধ্যে ধরবার চেষ্টা না করি। তারা যদিও উপলব্ধি করতে পারেনি, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর নিরবতার দ্বারা তাঁর নিজের পরিকল্পনাই পূর্ণ করতে তাদের প্রস্তুত করছিলেন। একইভাবে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের প্রস্তুত করে থাকেন, অনেক সময় তাঁর নিরবতার দ্বারাও। আর তাই, আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের নিখুঁত সময়ে ঈশ্বরের নিখুঁত কাজের জন্য অপেক্ষা করা। আমরা যেন আমাদের ত্রুটিপূর্ণ সময়সূচি অনুসারে তাঁকে কাজ করতে বাধ্য না-করি। তা যদি করি, কোনও লাভ হবে না, নিরাশাই আমাদের কষ্ট দেবে। পরিবর্তে, এই কথা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর তাঁর নিরবতার মধ্যেও তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে চলেছেন। এই বিশ্বাস আমাদের প্রার্থনাশীল জীবনকে আরও প্রাচুর্যপূর্ণ করবে। আমরা তাঁর বাক্যের মধ্যে আরও সত্য খুঁজে পাব। প্রতিদিন সেই সমস্ত সত্য আমাদের বিশ্বাস জীবনে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com